সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের সুপারিশেই মাদার গ্রেফতার হয়নি

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশ থাকায় অনলাইন জুয়ার গডফাদার মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টারকে পুলিশ তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গ্রেফতার করতে পারেনি। ফরহাদ হোসেন ও তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন সরাসরি অনলইন জুয়াড়ীদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে মোটা অঙ্কের আর্থিক সুবিধা নিতেন বলে তিনি অনেককেই গ্রেফতার থেকে বাঁচিয়েছেন। তার অন্যতম মাদার আলী। মেহেরপুর প্রতিদিনে তার বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই সময় তাকে শোকজ করেছিলেন। কিন্তু এখনও তিনি বীরদর্পে সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করে যাচ্ছেন।

এনিয়ে ওই সময় পুলিশের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করলেও তা মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন অনেক কর্মকর্তা। পুলিশের এক কর্মকর্তা অনলাইন জুয়ার দুর্গে অভিযান চালানোর ওই সময় মেহেরপুর প্রতিদিনকে এমনটি জানিয়েছিলেন। জেলা পুলিশের ওই কর্মকর্তা জানিয়েছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী সরাসরি পুলিশ সুপারকে ফোন করে মাদার মাস্টারকে গ্রেফতার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণে পুলিশের কাছে দেওয়া অনলাইন জুয়ার এজেন্টের জবানবন্দীতে মাদার মাস্টারের নাম থাকলেও পরে সে নাম কেটে দেওয়া হয়। কারণ হিসেবে তিনি আরও বলেছিলেন, মাদার আলী মহাজনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আমাম হোসেন মিলু মুলত অনলাইন জুয়ার মূল পৃষ্টপোষক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের ডান হাত। আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে মাদার আলী মিলুকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগীতা করতেন। সবসময় মিলুর পাশাপাশি থাকতেন। এরকম বেশ কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ হতেও দেখা গেছে। এমনকি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন পাশে দাড়িয়েও অনেক ছবি তাকে ফেসবুকে দিতে দেখা গিয়েছে।

আরও পড়ুন ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মাদার আলীকে পুলিশ গ্রেফতার না করলেও তার ছেলে দেশের অনলাইন জুয়ার সেকেন্ড ম্যান খ্যাত মোস্তাক নাহিদ অনিককে দুই সহযোগীসহ পুলিশ ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি আটক করে।

অনিককে আটকের পর পুলিশ জানিয়েছিল, অনিকের কাছে থেকে দুটি এবং হাসিবের কাছে থেকে একটি অনলাইন জুয়ার চ্যানেলসহ হাতেনাতে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অনিকের কাছে দুটি অনলাইন চ্যানেলের মধ্যে একটি তার নামে এবং অপরটি তার পিতা মাদারের নামে রয়েছে। প্রতিটি চ্যানেলে গড়ে প্রতিদিন আয় হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। পুলিশ আরো জানায়, মোস্তাক নাহিদ অনিক বাংলাদেশের অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সেকেণ্ড ম্যান হিসেবে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে আসছিলো। অনিক ওয়ান এক্স বেট, মেল বেট ও লাইন বেটের সকল চ্যানেল নিয়ন্ত্রণ করেন। তার কাছে থেকে অনিক নাগাদ, লিনিয়া মাদার নামের দুটি মূল চ্যানেল, এবং হাসিবের কাছে থেকে সাজিব বিকাশ নামের একটি চ্যানেল সহ ব্যবহৃত মোবাইল ও সিম উদ্ধার করেছে।

এর আগে ২০২২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বও মেহেরপুর প্রতিদিন ‘মাদার-নুরুল-জামান-মুকুল অনলাইন জুয়ার গডফাদার’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদের পরপরই মাদার আলী মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে ছুটে আসেন। প্রথমদিকে অনলাইন জুয়ার কথা অস্বীকার করলেও এক পর্যায়ে স্বীকার করেন তিনি অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত ছিলেন।

কে এই মাদার আলী
মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার। তিনি কোমরপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও সদর উপজেলার সাহেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডান হাত মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর ঘনিষ্ট সহচর ছিলেন মাদার আলী। ছোট একটা চাকরি করলেও কোটি টাকা খরচ করে ২তলা বিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ বানিয়েছেন তিনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ১০ থেকে ১২টি লাইনবেট সাইটের এজেন্ট তিনি। তিনি নিজেও এই লেনদেনের সাথে জড়িত এবং তার ছেলে অনিক ঢাকা থেকে তার এসকল লেনদেন করে থাকেন বলে তার ছেলে পুলিশের কাছে আটক হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিলো।

পড়ুন অনলাইন জুয়ার সেকেণ্ড ম্যান অনিক ও তার দুই সহযোগী আটক

দুই বছর আগে অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের মধ্যে ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত

কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। প্রায় অর্ধশত অনলাইন জুয়ার এজেন্ট পুলিশ গ্রেফতার করলেও এই চারজনের কাউকেই এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি।

তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

পুলিশ সুপারের নামে স্থানীয় অনলাইন এজেন্টদের কাছে টাকা তোলার অভিযোগ ছিলো মাদার আলীর বিরুদ্ধে। তৎকালীন পুলিশ সুপার রাফিউল আলম অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষনা দিয়ে তার বাহিনীকে মাঠে নামিয়েছিলেন।

মুজিবনগর থানার ওসি সাইফুল আলমের সাথে সম্প্রতি যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতদের ব্যাপারে পুলিশ তৎপর রয়েছে। যারা অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত তাদের তথ্য অনুসন্ধানের কাজ চলছে। যে কোন সময় তাদের গ্রেফতার চালানো হবে।

গাংনীতে নার্সদের প্রতিবাদ সমাবেশ

নার্সদের সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরে ও বিএনএমসির দপ্তরের যোগ্যতার ভিত্তিতে পদায়ন ও নার্সদের নিয়ে সাবেক মহাপরিচালক মাকসুরা নুর কর্তৃক কটুক্তির প্রতিবাদে গাংনীতে নার্সদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চত্তরে এই কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিত সকাল ৯ টা থেকে শুরু হয়ে বেলা ১২ টা পর্যন্ত চালান। এসময় হাসপাতালের সেবা কর্যক্রম বন্ধ রাখা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র ষ্টাফ নার্স নুরুন্নাহার খাতুন, নার্সিং সুপারভাইজার মোছাঃ আমেনা খাতুন, মোছাঃ রোকেয়া খানম, সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছাঃ রাফিজা খাতুন, শাহিনা খাতুন, সাহারা খাতুন, মিডওয়াইফ বেলিয়ারা,সুমি খাতুন।

এসময় গাংনী সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছাত্রীরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য, সদ্য পদত্যাগির নার্সিং মহাপরিচালক মাকসুরা নুর নার্সদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আপনারা ছোট চাকরি করেন। শেখ হাসিনা সেকেন্ড ক্লাস দিয়ে ভুল করেছেন। বদলির আবেদনে এইরূপ কটুক্তিতে আন্দোলনের শুরু হয়।

এক পর্যায়ে আন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখন সমস্ত দপ্তরে যোগ্য নার্সদের পদায়ন চান তারা।

গাংনীতে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযাগ

গাংনী উপজলার হিন্দা এইচএমএইচভি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়র সহকারি শিক্ষকের বিরুদ্ধ ছাত্রী যৌন হয়রানির অভিযাগো ফুঁসে উঠছে অভিভাবক ও এলাকাবাসি।

অভিযুক্ত শিক্ষকের বিচার দাবীতে তারা অফিস ঘেরাও করেন। অবশেষে গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিচারের আশ্বাসে দিলে এলাকাবাসি ও অভিভাবকরা শান্ত হন।

জানা গেছে, গত রবিবার সকালের দিকে বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর রবিবার বিদ্যালয়র সহকারী প্রধান শিক্ষক সামসুল হক খান তার বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর এক ছাত্রীক কুপ্রস্তাব দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন। ঘটনাটি ঐ ছাত্রী তার সহপাঠি ও পরিবারের লোকজনকে জানায়। পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিমকে অভিযোগ দেন।

ঘটনার জন্য অভিযুক্ত শিক্ষক সামসুল হক খানের বিচার দাবি করেন। ঘটনাটি এক সপ্তাহ পার হলেও প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম তার বিচার না করে ঘটনাটি ধামাচাপা গড়িমসি করেন।

বর্তমান বিদদ্যালয় পরিচালনা কমিটি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও গাংনী উপজলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার কাছে গেলে তিনি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারককে তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে যেতে বলেন।

এ নিয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এলাকার শত শত লোকজন জড়ো হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায় বিদ্যালয় ছেড়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত শিক্ষক।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক ঘটনাস্থলে তদন্ত করেন। এসময় গাংনী উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম উপস্থিত ছিলেন।

তিনি পৃথক পৃথকভাব বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন। পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, “যৌন হয়রানির সত্যতা পেয়েছেন”।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত শিক্ষক সামসুল হক খান প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিমের আপন ভাই হওয়ায় একের পর এক অনৈতিক কাজ করে বারবার ধরা পড়লেও বিচার হয়নি একটি ঘটনারও।

স্থানীয়রা জানান, ওই শিক্ষক এর আগেও প্রাইভেট পড়ানোর সময় নবম শ্রেনীর এক ছাত্রীকে জোরপূর্বক যৌণ হয়োনীর চেষ্টা করেছিলো। এসময় ওই ছাত্রী বিষয়টি তার পরিবারের লোকজনকে জানানোর ফলে এলাকাবাসী তার বিরুদ্ধে সালিশ বসিয়ে জুতার মালা পরিয়ে এলাকা ঘুরিয়েছে। এঘটনায় উল্টো ওই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকসহ এলাকার ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে জেল খাটায়।

বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ওবায়দুর রহমান দুলাল জানান, তার অনৈতিক কাজের কারণে সামসুল হক খানকে চাকুরি থেকে বহিস্কার করেন প্রধান শিক্ষককে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। প্রধান শিক্ষকের ভাই হওয়ায় অভিযুক্ত সামসুল হক খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তাকে সহযোগীতা করেন। দীর্ঘ ১২ বছর সৌদি আরবে থাকলেও প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতায় তাকে উপস্থিত দেখিয়েছেন। ২০২২ সালে অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের চাকরি এমপিওভূক্ত

হয়েছে।

তিনি আরো অভিযোগ করেন, বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক সাজেদুল করীম দীর্ঘ ৮ বছর সৌদি আরবে থাকলেও প্রধান শিক্ষক ব্যাক ডেটে সার্কোলার দিয়ে ১০ লাখ টাকার বিনিময়ে তাকে অবৈধভাবে নিয়োগ দিয়েছেন। এখানে সাবেক সভাপতির স্বাক্ষরও জাল করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

হিন্দা গ্রামের বাসিদা বিল্লাল হোসন, মিলন হোসেনসহ একাধিক লোকজন জানান , অভিযুক্ত শিক্ষক সামসুল হক ইতাপুর্বও ৭/৮ বছর আগে নিজ বিদ্যালয়র ৯ম শ্রনীর এক ছাত্রীক (নাম প্রকাশ করা হলা না) যৌন হয়রানি করেছিল। এটা জানাজানি হল গ্রাম বাসি তাক জুতার মালা পরিয়ে ঘুরায়।

এ ছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধ অবৈধভাবে শিক্ষক কর্মচারী নিয়াগেরও অভিযোগ তুলেছেন।
তারা জানান, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময় অফিস সহকারী হিসেবে মো. সাহাব উদ্দীনকে ২০১৪ সাল ২ লাখ টাকার বিনিময় নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক আরও টাকা দাবি করে না পেয়ে ২০১৫ সালে মিথ্যা অযুহাত দেখিয় সাহাব উদ্দীনকে অবৈধভাবে বরখাস্তÍ করেন। পরে একই পদে কিরণ নামের একজনকে অফিস সহকারী পদে নিয়োগ দিয়ে ১০ লাখ টাকা বাণিজ্য করেন। অফিসিয়াল আইন কানুন তোয়াক্কা না করে নিজ ক্ষমতা দেখিয়ে একাধিকবার কারন দর্শানো নোটিশ দিয়ে এক পর্যায় ২০২৩ সালে তাকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দেন।

প্রধান শিক্ষকর দুর্নীতি তুলে ধরতে বিদ্যালয়র সাবেক সভাপতি ওবায়দুল হক দুলাল (দায়িত্বকাল ২০১২-২০১৬ ইং) জানান, আমি সভাপতি থাকা কালীন সময় কোনরকম দুর্নীতি করত পারেনি। পরবর্তীতে আমার স্বাক্ষর জাল কর ব্যাক ডেটে কয়েক জন শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে প্রধান শিক্ষক মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তিনি জানান, প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম একজন সুদব্যবসায়ী। তার পরিবারের বিরুদ্ধে রয়েছে নানা অভিযোগ।

বিদ্যালয় সরেজমিনে অফিসারদের তদন্ত করার সময় গ্রামর ওয়ার্ড বিএনপির নতা ওবায়দুল হক দুলাল, শাহজাহান আলী, সাবেক মেম্বর জাকির হোসন, সাবেক মেম্বর মিজানুর রহমান, বিএনপি নেতা আবাস আলী, যুবদল নেতা সিদ্দিকুর রহমান, রিংকু উপস্থিত ছিলেন।

উপজলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানা গেছে, গ্রামবাসীর আবেদনের

প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত শিক্ষক সামসুল হকক সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীত সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষ তার বিরুদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মুজিবনগর শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিবপুর প্রাঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন ও সচেতন মুল্যক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিশু অধিকার বিষয়ক ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা।

গুডনেবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র অফিসার(প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর সালাম ও সহকারী প্রধান শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম।

আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি আজিজুল হক কমিটির ঘোষণা করেন।

শিক্ষক সমিতির মুজিবনগর উপজেলা শাখার কমিটি গঠন

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি মুজিবনগর উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে এই শিক্ষক সমিতির কমিটি গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক এর সভাপতিত্বে, জেলা কমিটির সদস্য বৃন্দুর উপস্থিতে আলোচনা সভার মাধ্যদিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। সর্বসম্মতি ক্রমে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম কে সভাপতি, মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফুল ইসলাম কে সাধারণ সম্পাদক ও এম এম একাডেমী এর সহকারী শিক্ষক বায়েজিদকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি আজিজুল হক কমিটির ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে নবাগত ডিসির মতবিনিময়

মেহেরপুরে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে জেলা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন নবাগত ডিসি সিফাত মেহনাজ।

আজ বুধবার বিকালে ডিসির সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসি সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে সাংবাদিকদেও মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল আলম, ফারুক হোসেন, মেহেরপুর

প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাংলাভিশনের স্টাফ রিপোর্টার তুহিন আরন্য, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, বাংলা নিউজ ২৪ জেলা প্রতিনিধি জুলফিকার আলী কানন, বিজয় টিভি প্রতিনিধ তোহিদ উদ দৌলা রেজা, ঢাকা পোস্ট প্রতিনিধি আক্তারুজ্জমান, নাগরিক টিভি প্রতিনিধি রাব্বি আহমেদ, এখন টিভি প্রতিনিধি মুজাহিদ আল মুন্না, সাংবাদিক সাদ আহমেদ, আক্তার হোসেন প্রমুখ।

সাংবাদিকরা তাদের বক্তব্যে বলেন, তথ্য প্রবাহের এই যুগে নতুন ডিসির কাছে আহবান থাকবে তথ্যের প্রবাহ নিশ্চিত করে জেলার উন্নয়নে সাংবাদিকদের সাথে রাখা। মেহেরপুরের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনলাইন জুয়া, মাদক, আইন-শৃঙ্খলা, কৃষি, বাজার নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে কাজের বিষয়ে অগ্রাধিকারের আহবান জানান।

নবাগত ডিসি সিফাত মেহনাজ তার বক্তব্যে বলেন, আমি সরকারি কর্মকর্তা, ছাত্র প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সাথে পৃথক ভাবে মতবিনিময় করেছি। আমি সাংবাদিকদের কাছে থেকে সবথেকে বেশি তথ্য পেয়েছি। সরকার আমার উপর আস্থা রেখে মেহেরপুরের ডিসি হিসেবে পদায়ন দিয়েছে। আমি মেহেরপুরকে নিজের জেলা মনে করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করতে আপনাদের সহযোগীতা চাই।

মুজিবনগরে কৃষকদের মাসকলােইর বীজ বিতরণের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে বীজ বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে, উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে এই বীজ বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম প্রধান

অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বীজ বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষি প্রশিক্ষণ অফিসার শামসুল আলম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ৪ শত কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ ১০ কেজি ডিএপি ৫ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হবে।

মুজিবনগরে বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মুজিবনগরে টানা তিনদিনের বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন।

আজ বুধবার সকাল থেকে সারাদিনব্যাপী অসহায় পরিবারগুলোর বাসায় যেয়ে নিজ হাতে খাবার সামগ্রী তুলে দিয়ে আসছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মাশরুবা আলম।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম অসহায় মানুষদের সরকারিভাবে বিভিন্ন সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেন।

তিনি বলেন ,প্রথম পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাময়িকভাবে ১০ কেজি করে চাউল দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের সরকারিভাবে আরও সহযোগিতা করা হবে।

শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষকদের উপর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহযোগীদের দ্বারা হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি ও মানববন্ধন করেছে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ।

বৈষম্য বিরোধী সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের আয়োজনে আজ বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক ও মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শরিফুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মাধ্যমিক শিক্ষকরা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে আসতে পারবেন না। অথচ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, NCTB, NAEM, শিক্ষাবোর্ডসহ সকল শিক্ষা প্রশাসনে শিক্ষকরাই কৃতিত্বের সাথে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন কিন্তু তারা চর দখলের মতো এই পদগুলো অনৈতিকভাবে দখল করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিজেদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদি কায়দায় পিছিয়ে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

সরকারি মাধ্যমিকের ২০২১ সালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারি মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের ৫০% পদ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক ও সহকারি শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষিত ইতোমধ্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পদে পদায়নের জন্য মাউশি দরখাস্ত আহবান করেছেন এবং পদায়নের কাজ চলামান রয়েছে। অথচ একটি মীমাংসিত বিষয়কে ফ্যাসিবাদি কায়দায় কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে মাধ্যমিক শিক্ষকদের বঞ্ছিত করে বিধি বহির্ভূত ভাবে জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার পদে পদায়নের গভীর ষড়যন্ত্র করছেন।

তারা আরো বলেন, ১৭/০৯/২০২৪ তারিখে ন্যাক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলার দোষীদের নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিধি বহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িতদের বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় সরকারি মাধ্যমিকের শিক্ষকরা কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।

এসময় মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নাসির উদ্দিন আহমেদ, মোঃ এমরান হোসেন, এ.এস.এম. সাইফুল ইসলাম, মোঃ বাছাদ আলী, মোহা: রফিকুল ইসলাম, মোঃ মামুন আলী মীর, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সিনিয়র শিক্ষক মোঃ সেকেন্দার আলী, মোঃ হাসান ফেরদৌস, মোঃ সোহরাব হোসেন, মোঃ আব্দুল মান্নান, মুহা: সিরাজ উদ্দিন, কে. এম খসরু পারভেজ, মোঃ আলিমুজ্জামান, মোঃ আব্দুল হক, মোঃ লিয়াকত আলী, মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ আব্দুল হামিদ, রেবেকা সুলতানা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি

আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষরোপণ অপরিহার্য।

বৃক্ষরোপণের উপকারিতা ও বৃক্ষরোপণে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষের চারা বিতরণ করেছে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং,বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এসময় ২ শতটি ফলদ, বনজ, ঔষধি বৃক্ষ ও ফুলগাছের চারা বিতরণ করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে কাঁঠাল, জলপাই, বহেরা, কদবেল, পেয়ারা,

কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিউলি, বকুল, জারুল ইত্যাদি।

এ সময় এক সংক্ষিপ্ত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ মোঃ আরিফ হোসেন তালুকদার।

এ সময় তিনি বলেন, এ ধরণিতে নিঃস্বার্থ, প্রকৃত ও উপকারী বন্ধু হলো বৃক্ষ। বৃক্ষের ছায়াতলেই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। তাই বৃক্ষ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এক কথায় বৃক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত।

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আব্দুল আলিমের সার্বিক পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাজমা সালেহীন।

এছাড়াও এসময় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং,বাংলাদেশ (আইডিইবি) মেহেরপুর জেলা শাখার উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক মনিরুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য সোহেল রানা, মোঃ মাসুদ পারভেজ, মোঃ আলমগীর হোসেন, মেহেরপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ইন্সট্রাক্টর মোঃ শফিকুল ইসলাম, মোঃ ফারুক হোসেন, প্রশিক্ষক আবু হুরায়রা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।